প্রথম আলো

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

বদরগঞ্জ হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ

সাংসদের শিক্ষক নিয়োগ-বাণিজ্য!

বদরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি

রংপুরের বদরগঞ্জ হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজে বিধিবহির্ভূতভাবে মাধ্যমিক ও কারিগরি শাখায় অতিরিক্ত ১৬ জন এবং ইতিপূর্বে উচ্চ মাধ্যমিক শাখায় ২৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ নিয়োগের বিনিময়ে কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে জাপা সাংসদের বিরুদ্ধে।

১৯৩৭ সালে বদরগঞ্জ হাইস্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আশির দশক থেকে স্থানীয়ভাবে যখন যে দল ক্ষমতায় গেছে তখন সে দল পুরো নিয়ন্ত্রণে রেখেছে বিদ্যালয়টিকে। ১৯৯৮ সালে বিদ্যালয়ে চালু করা হয় কারিগরি শিক্ষা। খোলা হয় বিল্ডিং, ইলেকট্রিক ও মেকানিকস নামে তিনটি ট্রেড। তখন নিয়মানুযায়ী নিয়োগ দেওয়া হয় ছয়জন প্রশিক্ষকসহ দুজন ল্যাব সহকারী।

এই বিদ্যালয়ের পশ্চিমে আধা কিলোমিটার দূরে বদরগঞ্জ মহিলা কলেজ, আধা কিলোমিটার পূর্বে বদরগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ ও চাঁদকুঠির ডাংগা বিএম কলেজ নামে তিনটি কলেজ থাকলেও ২০০৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বিধিবহির্ভূতভাবে ওই বিদ্যালয়টিকে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে উন্নীত করা হয়। নিয়মানুযায়ী এক কলেজ থেকে আরেক কলেজের দূরত্ব হওয়ার কথা কমপক্ষে ছয় কিলোমিটার।

ছাত্রছাত্রী না থাকলেও বিদ্যালয়টিকে কলেজে রূপান্তর করার পর পরই মৌখিকভাবে নিয়োগ করা হয় ২৩ জন প্রভাষকসহ তিনজন কর্মচারী। অভিযোগ রয়েছে, এ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় হাতিয়ে নেওয়া হয় ৫৫ লাখ টাকা। ভর্তির রেজিস্টার অনুযায়ী বর্তমানে কলেজ শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩৩ জন। কিন্তু নিয়মিত ক্লাস করছে ১০-১২ জন। কলেজের কথিত প্রদর্শক সামছুল ইসলাম ও আয়া দীপালি রানী নিয়মিত ১০-১২ জন ছাত্রছাত্রী কলেজ করার কথা স্বীকার করে বলেন, আমরা শিক্ষক-কর্মচারীরা কেউ এখনো নিয়োগপত্র হাতে পাইনি।

প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমিক শাখায় আগের তুলনায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশি হ্রাস পেয়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৩৫০ জনে। সে অনুযায়ী শিক্ষক পাওয়ার কথা ১৯ জন। কিন্তু আগে থেকেই রয়েছে ২২ জন। অভিযোগ উঠেছে, এরপরও ছয় লাখ টাকার বিনিময়ে সেখানে নতুন করে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে রুহানী বেগম, তারিক হাসান ও রজিবুল ইসলাম নামে অতিরিক্ত তিনজন শিক্ষক-শিক্ষিকা। ৪ জুলাই থেকে তারা বিদ্যালয়ের হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করছেন।

সহকারী শিক্ষিকা মৌলুদা খাতুন অভিযোগ করেন, ২০০৪ সালে মাধ্যমিক শাখার সহকারী শিক্ষিকা পদে তিনি নিয়োগ পরীক্ষা দেন। তখন থেকে মৌখিক নির্দেশে তিনি মাধ্যমিক শাখায় ক্লাসও নিচ্ছেন। কিন্তু ৪ জুলাই থেকে তাকে জোরপূর্বক কারিগরি শাখার শিক্ষক হিসেবে স্বাক্ষর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, জানতে পেরেছি আমাকে এ শাখার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আমি তো কারিগরি শাখায় শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাই দিইনি। সেখানে আমাকে কীভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়?

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কারিগরি শাখায় তিনটি ট্রেডে আটজন শিক্ষক-কর্মচারী থাকলেও নতুন করে কম্পিউটার শিক্ষা ট্রেড খোলার নামে কোনো রকম নিয়োগ পরীক্ষা না নিয়েই আরও ১৩ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে সেখানে মৌখিকভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ২৬ লাখ টাকার বিনিময়ে। তারা কেউই শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা পর্যন্ত দেননি বলে জানা যায়। শুধু তা-ই নয়, এই শিক্ষক-কর্মচারীরা গত ৪ জুলাই থেকে নিয়মিত উপস্থিত হয়ে নতুন হাজিরা খাতায় স্বাক্ষরও করছেন। সরিয়ে ফেলা হয়েছে পুরোনো হাজিরা খাতা।

জানা গেছে, বর্তমান সরকার 'বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে নতুন নীতিমালা চালু করেছে। এ নীতিমালায় বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পেতে হলে আগে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়।

বৈধভাবে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে কি না—জানতে চাইলে প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তোজাম্মেল হোসেন বকশি জানান, বাংলাদেশের কোনো কিছুই নিয়মমতো চলে না। এসব প্রশ্ন করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। নিয়োগসংক্রান্ত বিষয়ে তাকেও কিছু জানানো হয়নি বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, 'চেয়ারে আমাকে এমনিতে বসিয়ে রাখা হয়েছে।'

সাবেক প্রতিমন্ত্রী আওয়ামী লীগ নেতা আনিছুল হক চৌধুরী অভিযোগ করেন, গত তিন বছরে জাপা সাংসদ মোহাম্মদ আলী সরকার বিধিবহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করে কোটি টাকার ওপরে হাতিয়ে নিয়েছেন। অ্যাডহক কমিটিও তিন বছর ধরে অবৈধভাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান জাপা সাংসদ মোহাম্মদ আলী সরকার জানান, সব কিছু নিয়মতান্ত্রিকভাবে করা হয়েছে। এক সঙ্গে ১৬ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ২০০৪ সালে তাদের নিয়োগ দেওয়া হলেও ৪ জুলাই তারা যোগদান করেছেন। শিক্ষক নিয়োগের নামে টাকা গ্রহণ করার কথা সরাসরি স্বীকার না করে তিনি বলেন, টাকা নিয়ে থাকলে কাউকে ভাগ দিতে হবে নাকি?

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আবুল হোসেন জানান, তিনি ওই নিয়োগের ব্যাপারে কিছুই জানেন না।